অনিশং দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।
ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥ ১৭
ঈদৃশো দৃষ্টপূর্ব্বো ন এবমূচুস্তপোধনাঃ।
সর্ব্বত্র বানরাস্তস্থুঃ সর্ব্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ ॥ ১৮
বাসোধনান্নকামেভ্যঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্।
ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
সংবৎসরমথো সাগ্রং বর্ত্ততে ন চ হীয়তে ॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ।

বর্ত্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাদ্ভুতে।
সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ ॥ ১
স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কাশং যজ্ঞমদ্ভুতদর্শনম্।
একান্তে ঋষিবাটানাং চকার উটজান্ শুভান্ ॥ ২
শকটাংশ্চ বহূন্ পূর্ণান্ ফলমূলাংশ্চ শোভনান্।
বাল্মীকিবাটে রুচিরে স্থাপয়ন্নবিদূরতঃ ॥ ৩
স শিষ্যাবব্রবীদ্ হৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়েতাং পরয়া মুদা ॥ ৪
ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ ॥ ৫
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম্ম চ কুর্ব্বতে।
ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৬
ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ।
জাতানি পর্ব্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্।
ন যাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্ষয়িত্বা ফলান্যথ।
মূলানি চ সুমৃষ্টানি ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ ॥ ৮
যদি শব্দাপয়েদ্রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ।
ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৯
দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।
প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা ॥ ১০
লোভশ্চাপি ন কর্ত্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনবাঞ্ছয়া।
কিং ধনেনাশ্রমস্থানাং ফলমূলাশিনাং সদা ॥ ১১
যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ।
বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবন্নরাধিপম্ ॥ ১২
ইমাংস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্ব্বদর্শনম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা সুমধুরাঃ গায়তাং বিগতজ্বরৌ। ১৩
আদি প্রভৃতি গেয়ং স্যান্ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্।
পিতা হি সর্ব্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্ম্মতঃ ॥ ১৪
তদ্‌যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।

রত্ন দেওয়া হইতেছে,—যেরূপ অনবরত রাশি রাশি বস্ত্র, রত্ন এবং স্বর্ণ দান হইতেছে, আমরা,—ইন্দ্র, যম, বরুণ অথবা সোমের যজ্ঞেও পূর্ব্বে কখন এরূপ হইতে দেখি নাই।” এইরূপে রাজসিংহ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞে বানর এবং রাক্ষসগণ সকলস্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া যাচকগণকে ধন, এবং বস্ত্রাদি দিতে লাগিল। এইরূপে অকাতর এক বৎসর দান করিলেও সঞ্চিত ধনের কিছুমাত্র ব্যয়িত হইল না, বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ১৬—১৯।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

এইরূপে সেই অভূতপূর্ব্ব মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে, ঋষিপ্রধান ভগবান্ বাল্মীকি শিষ্যগণসহ তথায় আসিয়া সেই দিব্য এবং অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দেখিয়া ঋষিগণের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ-অনুচরগণ বাল্মীকির অবস্থিতি-স্থানের নিকটে ফলমূল-পূর্ণ উত্তম শকটসকল রাখিল। পরে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য কুশ এবং লবকে বলিলেন, “তোমরা,—ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, রাজভবনে, রাজপথে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারের নিকটে এবং যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণের সম্মুখে গিয়া পরমানন্দে সমগ্র রামায়ণ গান কর। ১—৬। এই পার্ব্বতীয় বিবিধ সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করত রামায়ণ গান করিতে থাক। বৎস-যুগল! তোমরা এই সুমিষ্ট ফল এবং মূল পরিত্যাগ করিও না; কারণ, এই সকল খাইলে তোমাদের কোন শ্রম হইবে না। যদি মহারাজ রামচন্দ্র সভাসীন ঋষি-গণের সম্মুখে গান করিবার জন্য তোমাদিগকে ডাকেন, তাহা হইলে তোমরা নির্ভয়হৃদয়ে তথায় সঙ্গীত করিতে থাকিবে। আমি পূর্ব্বে বহু প্রমাণ দেখাইয়া যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে প্রত্যহ মধুর-স্বরে বিংশতি সর্গ গান করিবে। ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং ধন দিতে আসিলে কোনমতেই তোমরা তাহা লইবে না। ৭—১১। যদি রামচন্দ্র তোমাদিগকে ‘তোমরা কাহার পুত্র?’ এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে তোমরা এই কথামাত্র বলিবে—‘আমরা বাল্মীকির শিষ্য।’ তোমরা স্থানবিশেষে এই শ্রুতি-মধুর মনোহর গীতধ্বনি করিয়া নির্ভয়ে গান করিতে থাকিবে। ধর্ম্মতঃ রাজা সমস্ত জীবের পিতা, সুতরাং তোমরা তাঁহাকে অমান্য না করিয়া আদি হইতে গান করিবে। তোমরা কল্য প্রাতে একমনে হৃষ্টচিত্তে

গায়তাং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ১৫
ইতি সন্দিশ্য বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা।
বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ ॥ ১৬
সন্দিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতৌ।
তথৈব করবাবেতি নির্জগ্মতুররিন্দমৌ ॥ ১৭
তামদ্ভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ
নিবেশ্য বাণীমৃষিভাষিতাং তদা।
সমুৎসুকৌ তৌ সুখমূষতুর্নিশাং
যথাশ্বিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্ ॥ ১৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তৌ রজন্যাং প্রভাতায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্ব্বং সর্ব্বং তত্রোপগায়তাম্ ॥ ১
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।
অপূর্ব্বাং পাঠ্যজাতিঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ২
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্।
বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোঽভবৎ ॥ ৩
অথ কর্ম্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনিম্।
পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্নৈগমাংস্তথা ॥ ৪
পৌরাণিকান্ শব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥ ৫
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্ব্বান্নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্ ॥ ৬
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্য্যবিশারদান্ ॥ ৭
হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্।
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥ ৮
চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্।
এতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥ ৯
তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৄণাং হর্ষবর্দ্ধনম্।
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ ১০
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্ব্বমতিমানুষম্।
ন চ তৃপ্তিং যযুঃ সর্ব্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা ॥ ১১
হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্ব্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১২
ঊচুঃ পরস্পরঞ্চেদং সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ ॥ ১৩
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ ॥ ১৪
এবং প্রতায়মানেষু পৌরজানপদেষু চ।

তন্ত্রীলয়সংযোগে সুমধুর রামায়ণ-সঙ্গীত আরম্ভ করিও।” ১২—১৫। পরমোদারচরিত প্রাচেতস ঋষিবর বাল্মীকি, শিষ্যদ্বয়কে বারংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। জানকী-নন্দন অরিন্দম কুশ এবং লব, মহর্ষি বাল্মীকির এইরূপ আদেশ পাইয়া “আমরা তাহাই করিব” এই বলিয়া বহির্গত হইলেন। অশ্বিনীকুমার-যুগল যেমন ভার্গব-সমীরিত সংহিতা শ্রবণ করেন, সেইরূপ কুশ এবং লব মহর্ষি-কথিত উপদেশবাক্য মনোমধ্যে ধারণপূর্ব্বক উৎসুক চিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ১৬—১৮।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাতা হইলে, লব ও কুশ স্নান এবং হোমাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক মহর্ষি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে স্থানে স্থানে রামরচিত সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। সেই আদিকবিরচিত অপূর্ব্ব ষড়্জাদিস্বরবিশিষ্ট নানালঙ্কার-সমন্বিত সঙ্গীত রামচন্দ্র শুনিলেন। নরেন্দ্র রাম বালকযুগলের মুখে সেই সুসঙ্গত তন্ত্রীলয়-যুক্ত সঙ্গীত শুনিয়া অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য শেষ হইলে, মহামুনি বাল্মীকি, শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি এবং নিগম, পুরাণ এবং শব্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ স্বরজ্ঞ রামায়ণশ্রবণ-সমুৎসুক ব্রাহ্মণ, ছন্দ এবং পদ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ গন্ধর্ব্ব, হেতুবাদ-কুশল বহুশ্রুত হেতুক, স্বরগ্রামাভিজ্ঞ ক্রিয়াকল্পনিপুণ কার্য্যবিশারদ ও জ্যোতির্বিৎ পৌরবর্গ এবং নৃত্যগীত-পটু, বৃত্ত কল্প-বেদ-পুরাণ-ছন্দঃশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া গায়ক-যুগলকে প্রবেশিত করিলেন। ১—৯। সভাগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, মুনিবালক কুশ এবং লব শ্রোতাদিগের হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অলৌকিক গীত হইতে থাকিলে, শ্রোতাগণ পুনঃপুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি এবং মহাবল রাজন্যবর্গ বারংবার বালক-যুগলকে দেখিয়া যেন চক্ষুদ্বারা পান করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে,—“এই বালক দুইটী যেন রামচন্দ্রেরই প্রতিবিম্ব হইতে নির্ম্মিত; নচেৎ রামের সহিত ইহাদের এত সৌসাদৃশ্য হইল কিরূপে? যদি এই বালক গায়ক-যুগল জটাবল্কলধারী না হইতেন, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের কোনই

প্রবৃত্তমাদিতঃ পূর্ব্বসর্গং নারদদর্শিতম্ ॥ ১৫
ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্বিংশত্যগায়তাম্।
ততোঽপরাহ্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত॥ ১৬
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।
অষ্টাদশসহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাত্মনোঃ ॥ ১৭
প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
দদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো বালয়োর্বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
দীয়মানং সুবর্ণন্তু নাগৃহ্নীতাং কুশীলবৌ।
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিমনেনেতি বিস্মিতৌ ॥ ১৯
বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে॥ ২০
তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ।
শ্রোতারশ্চৈব রামশ্চ সর্ব্ব এব সুবিস্মিতাঃ॥ ২১
তস্য চৈবাগমং রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ।
পপ্রচ্ছ তৌ মহাতেজাস্তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ ২২
কিং প্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাত্মনঃ।
কর্ত্তা কাব্যস্য মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৩
পৃচ্ছন্তং রাঘবং বাক্যমূচতুর্মুনিদারকৌ।
বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্ ॥ ২৪
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎ সহস্রকম্।
উপাখ্যানশতঞ্চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা॥ ২৫
আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্‌কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥ ২৬
কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব।
প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবৎ তাবৎ সর্ব্বস্য বর্ত্ততে॥ ২৭
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজন্ শ্রবণায় মহারথ।
কর্ম্মান্তরে ক্ষণীভূতস্তচ্ছৃণুষ সহানুজঃ ॥ ২৮
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্রামস্তৌ চানুজ্ঞাপ্য রাঘবৌ।
প্রহৃষ্টৌ জগ্মতুঃ স্থানং যত্রাস্তে মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৯
রামোঽপি মুনিভিঃ সার্দ্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
শ্রুত্বা তদ্গীতিমাধুর্য্যং কর্ম্মশালামুপাগমৎ ॥ ৩০
শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং স স্বরশব্দযুক্তং।
তন্ত্রীলয়ব্যঞ্জনযোগযুক্তম্
কুশীলবাভ্যাং পরিগীয়মানম্ ॥ ৩১
ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

প্রভেদ থাকিত না।' ১০—১৪। পৌর এবং জানপদগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এদিকে গায়কযুগলও নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শুনিয়া অপরাহ্নসময়ে ভ্রাতাকে বলিলেন,—"কাকুৎস্থ! এই মহাত্মা গায়ক-যুগলকে অষ্টাদশসহস্র সুবর্ণ এবং ইহাদের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য দ্রব্যাদি দেও। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত রামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া তদনুরূপ ধনদানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মহাত্মা কুশ এবং লব তাহা লইলেন না, বরং সবিস্ময়ে বলিলেন, ইহা লইয়া আমারা কি করিব? ১৫—১৯। আমরা মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করি এবং বন্য ফলমূলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি; অতএব এই সুবর্ণ বা হিরণ্য লইয়া বনমধ্যে আমরা কি করিব? বালক-যুগল এই কথা বলিলে, মহাতেজা রামচন্দ্র এবং অন্যান্য শ্রোতাগণ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সেই কাব্যের উৎপত্তির বিষয় শুনিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হইয়া ঋষিকুমার-যুগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কাব্যের পরিমাণ কত? ইহার বিষয়ই বা কি? এবং এই কাব্যের রচয়িতা কে ও সেই মুনিপ্রবর কোথায়? ২০—২৩। মহারাজ রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবালক-যুগল বলিলেন,—"ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা,—তিনি এই কাব্যে আপনার সমগ্র চরিত বর্ণন করিয়াছেন এবং এক্ষণে তিনি এই যজ্ঞস্থানেই উপস্থিত আছেন। সেই ভার্গবতুল্য তপস্বিশ্রেষ্ঠ এই মহাকাব্যে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহারাজ! এই মহাকাব্য আদি হইতে উত্তর পর্য্যন্ত সাতকাণ্ড এবং পাঁচশত সর্গে বিভক্ত। আমাদিগের গুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, আপনার চরিত অবলম্বন করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার জীবনের সমস্ত শুভ-অশুভ ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ২৪—২৭। মহারথ! আপনার যদি এই কাব্য শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভ্রাতৃগণের সহিত ইহা শুনুন। মুনিবালক-যুগলের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' বলিলেন। তৎপরে সেই রঘুবংশকুমারদ্বয় অনুমতি লইয়া মুনির নিকটে গমন করিলেন। রামচন্দ্র তাল-লয়-যুক্ত বীণাধ্বনিসহকৃত কুশীলবের সেই সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মহর্ষিগণ এবং

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রামো বহুন্যহান্যেব তদ্গীতং পরমং শুভম্।
শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্দ্ধং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ॥ ১
তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ॥ ২
দূতান্ শুদ্ধসমাচারানাহূয়াত্মমনীষয়া।
মদ্বচো ব্রূত গচ্ছধ্বমিতো ভগবতোঽন্তিকে॥ ৩
যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্॥ ৪
ছন্দং মুনেশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্।
প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংসত মে লঘু॥ ৫
শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা।
করোতু পরিষন্মধ্যে শোধনার্থং মমৈব চ॥ ৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্বচঃ পরমমদ্ভুতম্।
দূতাঃ সম্প্রযযুর্বাটং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৭
তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমমিতপ্রভম্।
উচুস্তে রামবাক্যানি মৃদূনি মধুরাণি চ॥ ৮
তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্।
বিজ্ঞায় সুমহাতেজা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ৯
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ।
তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০
তথোক্তা মুনিনা সর্ব্বে রাজদূতা মহৌজসঃ।
প্রত্যেত্য রাঘবং সর্ব্বং মুনিবাক্যং বভাষিরে॥ ১১
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহাত্মনঃ।
ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাভ্যভাষত॥ ১২
ভগবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ।
পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চৈবান্যোঽপি কাঙ্ক্ষতে॥ ১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১৪
রাজানশ্চ মহাত্মানঃ প্রশংসন্তি স রাঘবম্।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেব ভুবি নান্যতঃ॥ ১৫
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা সর্ব্বাংস্তান্ শত্রুসূদনঃ॥ ১৬

ইতি সম্প্রবিচার্য্য রাজসিংহঃ
শ্বো ভূতে শপথস্য নিশ্চয়ম্।
বিসসর্জ্জ মুনীন্নৃপাংশ্চ সর্ব্বান্
স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ॥ ১৭

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৮॥

মহাবল রাজগণের সহিত যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। ২৮—৩১।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র, এইরূপে মহর্ষিগণ রাজগণ এবং বানরগণের সহিত বহুদিন ধরিয়া সেই সঙ্গীত শুনিলেন। পরে রামায়ণগীত শুনিয়া ক্রমে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া শুদ্ধাচারী দূতদিগকে সভামধ্যে আহ্বান করত বলিলেন,—"তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে যাইয়া আমার এই কথা গুলি বল,—"জানকীর চরিত্র যদি বিশুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয় তাহা হইলে তিনি মহর্ষির অনুমতি লইয়া তাঁহার বিশুদ্ধিতার পরিচয় দিন। তোমরা মহর্ষির এবং সীতার মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সীতা যদি বিশুদ্ধিতার পরিচয় দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে শীঘ্র আমাকে আসিয়া বলিবে। তাহা হইলে কল্য প্রাতেই জানকী সভামধ্যে শপথ করুন।" ১—৬। রামচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া দূতগণ বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহামুনি বাল্মীকির নিকটে উপস্থিত। তাহ তথায় অমিততেজঃশালী মহাত্মা বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া রামের সেই কোমল-মধুর কথাগুলি বিনীতভাবে বলিল। মহাতেজা বাল্মীকিও তাহাদের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"তোমাদের মঙ্গল হউক, পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, সুতরাং রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হইবে; সীতা সভামধ্যে শপথ করিবেন।" মহর্ষি বাল্মীকি রাজদূতদিগকে এই কথা বলিলে তাহারা রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া যাহা মুনি বলিয়াছিলেন তাহা নিবেদন করিল। ৭—১১। রামচন্দ্রও মহাত্মা বাল্মীকির উত্তর শুনিয়া পরমানন্দিতচিত্তে সভাস্থ মহর্ষিগণ এবং রাজগণকে বলিলেন,—"ভগবন্ মহর্ষিগণ ও তাঁহাদের অনুচরগণ রাজগণ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ! আপনারা এবং আর যাহার ইচ্ছা হয়, সকলেই সীতাকে শপথ করিতে দেখিবেন।" রামচন্দ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন। মহাবল রাজগণ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে এরূপ কার্য্য একমাত্র আপনাতেই সম্ভবপর হইতে পারে। শত্রুদমন রামচন্দ্রও রাজগণের কথা শুনিয়া "কল্য এই কার্য্য সমাধা হইবে" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। মহানুভাব মহাত্মা রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপে "কল্য সীতার

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥ ১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥ ২
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥ ৪
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৫
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ॥ ৬
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ৭
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥ ৮
তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥ ৯
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥ ১০
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১১
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥ ১২
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ॥ ১৩
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্॥ ১৪
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥ ১৫
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৬
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥ ১৭
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥ ১৮
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥ ১৯

শপথ হইবে” বলিয়া মহর্ষি এবং রাজগণকে বিদায় দিলেন। ১২—১৭।

নবাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাতা হইলে, তেজস্বী রামচন্দ্র যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণকে আহ্বান করিলেন বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, তেজস্বী ভরদ্বাজ, সুপ্রভ অগ্নিপুত্র, নারদ, পর্ব্বত, মহাযশা গৌতম এবং অন্যান্য সুব্রত মহামুনিগণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর্য্যবান্ মহাত্মা রাক্ষস এবং মহাবল বানরগণ কৌতূহল পরবশ হইয়া সভায় উপস্থিত হইল। ১—৬ এতদ্ব্যতীত শতসহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সীতার শপথ দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে আসিল। এইরূপে সকলে তথায় আসিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে বসিলে, মুনিবর বাল্মীকি সভায় আসিলেন। জানকী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অবনত মস্তকে করযোড়ে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া সভাস্থ সকলে মহান্ ‘সাধু সাধু’ বলিয়া উঠিল। ৭—১১। পরে দুঃখজনিত গুরুতর শোকে ক্ষুব্ধান্তঃকরণ সভ্যগণের তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। দর্শকগণের মধ্যে কেহ সীতার, কেহ রামের এবং কেহ বা সীতা-রাম উভয়েরই গুণ কীর্ত্তন করিয়া পুনঃপুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে মুনিপ্রধান বাল্মীকি সীতাকে লইয়া সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন,—“দাশরথি রাম! সীতা,—পতিব্রতা-ধর্ম্মচারিণী হইলেও তুমি লোকনিন্দার ভয়ে ইহাঁকে আমার অশ্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলে কিন্তু মহাব্রত! তুমি লোকাপবাদভয়ে ভীত, অতএব লোকাপবাদভয় যাহাতে দূর হয়, ইনি তোমাকে এমন প্রত্যয় দিবেন; তুমি ইহাঁকে অনুমতি দেও। রাম! আমি সত্য কথা বলিতেছি, জানকীর গর্ভজাত এই দুর্দ্ধর্ষ যমজ তনয়-যুগল তোমারই পুত্র। ১২—১৭। রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র; আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই; সুতরাং আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুইটী তোমারই তনয়। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি সীতা দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি বহুসহস্র বৎসর

মনসা কর্ম্মণা বাচা ভুক্তপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥ ২০
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥ ২১
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ ২২
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যৎ
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ ২৩
ইত্যুত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতামধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্ণিনীম্ ॥ ১
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥ ২
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥ ৩
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্‌ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥ ৫
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ ॥ ৭
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥ ৯
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ১০
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ।
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ১১
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ।

ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছি, তাহা নষ্ট হইবে। জানকী যদি নিষ্পাপা না হন, তাহা হইলে আমি কায়-মনোবাক্যে যে পাপকর্ম্ম করি নাই তাহার ফল পাইব। ১৮—২০। রাম! সীতার পঞ্চভূতের সমষ্টি-স্বরূপ শরীর, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে বিন্দুমাত্র পাপ নাই, ইহা আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াই ইহাঁকে আমার আশ্রমে স্থান দিয়াছিলাম। তুমি লোকনিন্দাভয়ে ভীত হইয়াছ বলিয়াই এই শুদ্ধচারিণী নিষ্পাপা পতিদেবতা সীতা আজ তোমার সম্মুখে প্রত্যয় দান করিবেন। নৃপনন্দন! তুমি যে কেবল লোকনিন্দাভয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া এই শুদ্ধস্বভাবা পতিব্রতা প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আমি দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলাম।" ২১—২৩।

দশাধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র সেই লোকসমূহমধ্যে সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া করযোড়ে মহর্ষিকে বলিলেন—"মহাভাগ! হে ব্রহ্মজ্ঞ! আপনি যাহা বলিলেন, সেইরূপই বটে। আপনার নির্ম্মলবাক্যে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ব্রহ্মন্! বৈদেহী পূর্ব্বেও দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান এবং শপথ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইহাঁকে গৃহে আনিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! লোকনিন্দা অতিবলবান্; সেই ভয়েই আমি সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। এই যমজাত কুশ এবং লব যে আমারই পুত্র তাহাও আমি জানি; তথাপি বৈদেহী ত্রিভুবনবাসী সকলের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা এবং আমার প্রীতিপাত্রী হউন।" ১—৫। সীতার শপথবিষয়ে রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, নাগগণ, মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ সীতার শপথ দেখিবার জন্য পিতামহকে অগ্রে লইয়া হৃষ্টচিত্তে সভামধ্যে আসিলেন। রামচন্দ্র তখন দেবতা এবং মহর্ষিবৃন্দকে দেখিয়া পুনরায় কাহলেন,—"দেবগণ! মহর্ষিগণ! রাজগণ! মুনিবরগণ! যদিও বাল্মীকির নির্ম্মল-বাক্যে সীতার বিশুদ্ধিতা-বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই তথাপি আপনারা সকলে ইহাঁর শপথ দেখিতে আসিয়াছেন, সুতরাং সীতা আপনাদের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইয়া আমার প্রীতিপাত্রী হউন। ৬—১০। রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, দিব্যগন্ধ মনোহর শুভসূচক পবিত্র বায়ু বহিয়া সেই জনসমূহকে আনন্দিত করিল। পূর্ব্বতন

মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বৎ কৃতযুগে যথা ॥ ১২
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥ ১৩
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৪
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৬
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ১৭
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ১৮
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ ১৯
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥ ২০
সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধুসাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্ ॥ ২১
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥ ২২
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে॥ ২৩
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ ২৪
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ ২৫
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ ২৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগেও সেই অভাবনীয় অদ্ভুত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বহুদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিগণ যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে কাষায়বসনধারিণী সীতা সকলকে উপস্থিত দেখিয়া নতমুখে ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—"আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন মনেও স্থান দিই নাই, এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে সতত কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি ; সেই সত্যবলেই ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন। ১১—১৫। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, রামচন্দ্র ব্যতীত আমি অন্য কাহাকেও জানি না, এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন।" সীতা এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে, এক অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল ;—ভূগর্ভ হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। অমিতবিক্রম উৎকৃষ্ট রত্নবিভূষিত নাগগণ দিব্য-দেহে ঐ সিংহাসন লইয়া উঠিলেন। বসুন্ধরা দেবী দুইহস্ত দ্বারা সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া লইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং অভিনন্দন করত আসনে বসাইলেন। সীতাদেবী এইরূপে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রসাতলে গমন করিতে উদ্যতা হইলে স্বর্গ হইতে তাঁহার উপরে অজস্রধারে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৬—২০। দেবগণের মধ্য হইতে উচ্চরবে সাধুবাদ উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ সীতার পাতালপ্রবেশ দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আকাশ হইতে "সীতে! তোমার চরিত্র সাধু! সাধু! পরম পবিত্র!, এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত মহর্ষিগণ এবং নরবীর রাজগণ বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। আকাশস্থিত স্থাবর, জঙ্গম ও ভীমকায় দানবগণ এবং পাতালবাসী নাগগণের মধ্যে কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ মুদিত-নেত্রে চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল, এবং কেহ বা নিশ্চলভাবে সীতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। অধিক কি, সীতার সেই পাতাল-প্রবেশ দেখিয়া, সেইসময়ে সকলেরই মনের ভাব অদ্ভুত হইয়াছিল ; মুহূর্ত্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহিত হইয়া গিয়াছিল। ২১—২৬।

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ব্ববানরাঃ।
চুক্রুশুঃ সাধু সাধ্বীতি মুনয়ো রামসন্নিধৌ ॥ ১
দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পাব্যাকুলিতেক্ষণঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥ ২

একাদশাধিকশততম সর্গ।

সীতা পাতালে-প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্রের নিকটে মহর্ষিগণ এবং বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া

স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্।
ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩
অভূতপূর্ব্বং শোকং মে মনঃ স্প্রষ্টুমিবেচ্ছতি।
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥ ৪
সাদর্শনং পুরা সীতা লঙ্কাং পারে মহোদধেঃ।
ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্বসুধাতলাৎ ॥ ৫
বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্যাত্যতাং মম।
দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছসি ॥ ৬
কামং শ্বশ্রূর্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাত্তু মৈথিলী।
কর্ষতা হলহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা ॥ ৭
তস্মান্নির্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে।
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া ॥ ৮
আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোঽহং মৈথিলীকৃতে।
ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে ॥ ৯
সপর্ব্বতবনাং কৃৎস্নাং ব্যথয়িষ্যামি তে স্থিতিম্।
নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্ব্বমাপো ভবন্ত্বিহ ॥ ১০
এবং ব্রুবাণে কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে।
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্দ্ধমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১১
রাম রাম ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত।
স্মর ত্বং পূর্ব্বকং ভাবং মন্ত্রঞ্চামিত্রকর্শন ॥ ১২
ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুর্দ্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্ ॥ ১৩
সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্ব্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াত্ত্বদাশ্রয় তপোবলাৎ ॥ ১৪
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অস্যাস্তু পরিষন্মধ্যে যদ্ব্রবীমি নিবোধ তৎ ॥ ১৫
এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্।
সর্ব্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখদুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যদুত্তরঞ্চেহ সর্ব্বং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥ ১৭
আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নহ্যন্যোঽর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে ॥ ১৮
শ্রুতং তে পূর্ব্বমেতদ্ধি ময়া সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সহ।
দিব্যমদ্ভুতরূপঞ্চ সত্যবাক্যমনাবৃতম্ ॥ ১৯

অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবনতমস্তকে দীনমনে অবস্থান করিলেন। তৎপরে বহুক্ষণ রোদন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ক্রোধে এবং শোকে অভিভূত হইয়া কহিলেন—"আমার সম্মুখেই—দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী সীতা অদৃশ্যা হইলেন, ইহাতে আমার মন অভূতপূর্ব্ব শোক স্পর্শ করিতেছে। পূর্ব্বে সীতা একবার আমার অনুপস্থিতিকালে সমুদ্রপারে নীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন সেখান হইতেও আমি তাঁহাকে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে যে তাঁহাকে বসুধা-তল হইতে আনিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ১—৫। দেবি বসুধে! আমার সীতাকে তুমি আমার সম্মুখে আনিয়া দাও, নতুবা ক্রোধ প্রদর্শন করিব, আমার বল-বিক্রম সমস্তই তুমি জানিতেছ। হলহস্ত রাজর্ষি জনক, কর্ষণ করিতে করিতে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া সেই সম্পর্কে তুমি আমার শ্বশ্রূ; সুতরাং তুমি সীতাকে বাহির করিয়া দাও; অথবা আমাকেও তোমার বিবরে স্থান দাও, আমি পাতালে অথবা দেবলোকে সীতার সহিত একত্র থাকিতে ইচ্ছা করি। আমি জানকীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, সুতরাং তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। বসুধে! যদি তুমি সীতাকে ফিরাইয়া না দাও, তাহা হইলে আমি—পর্ব্বত এবং বনসহ তোমার সমগ্র শরীর নিপীড়িত, বিনষ্ট এবং মহাজলে ডুবাইয়া জগৎ জলমগ্ন করিব।" ৬—১০। রামচন্দ্র,—ক্রোধ এবং শোকের বশীভূত হইয়া এই কথা বলিলে, দেবগণের সম্মতিক্রমে পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—"অরিন্দম সুব্রত রাম! তোমার এরূপ দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। তুমি পূর্ব্বে কে ছিলে? এবং কেন মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ তাহা মনে করিয়া দেখ? মহাবাহো! হে সুব্রত! আমি তোমাকে এই অত্যুত্তম নিগূঢ় রহস্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতাম না; কিন্তু হে দুর্দ্ধর্ষ! এক্ষণে প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, মুহূর্ত্তকালের জন্য, তুমি বিষ্ণু হইতে অবতীর্ণ, ইহা স্মরণ কর। তোমার চিরানুরক্তা স্বতঃ-শুদ্ধা সাধ্বী সীতা তোমার প্রতি একাগ্রতারূপ তপো-বলে নাগলোকে গিয়াছেন; বৈকুণ্ঠে তাঁহার সহিত তোমার আবার মিলন হইবে। অপিচ বীর! এই সভাসম্মুখে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। ১১—১৫। রাম! সমস্ত কাব্যের মধ্যে উত্তম এবং শুভ এই কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে শুনিলেই, তুমি সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবে। বীর! তুমি জন্মগ্রহণ প্রভৃতি যে সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, মহর্ষি বাল্মীকি সে সমস্তই এই কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। রাম! তুমি ব্যতীত অপর কেহই কাব্য-কথিত যশের ভাগী হইতে পারে না বলিয়াই এই

স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ।
শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু ॥ ২০
উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্দ্ধমুত্তমম্ ॥ ২১
ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্।
পরমর্ষিণা বীর ত্বয়ৈব রঘুনন্দন ॥ ২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবান্ধবৈঃ ॥ ২৩
যে চ তত্র মহাত্মান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ।
ব্রাহ্মণা সমনুজ্ঞাতা ন্যবর্ত্তন্ত মহৌজসঃ ॥ ২৪
উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যং যচ্চ রাঘবে।
ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবস্য ভাষিতাম্ ॥ ২৫
শ্রুত্বা পরমতেজস্বী বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ।
ভগবন্ শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ॥ ২৬
ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শ্বোভূতে সম্প্রবর্ত্ততাম্।
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সম্প্রগৃহ্য কুশীলবৌ ॥ ২৭
তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ পর্ণশালামুপাগমৎ।
তামেব শোচতঃ সীতাং সা ব্যতীতা চ শর্ব্বরী ॥ ২৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

সমগ্র আদিকাব্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের সকলের সহিত এই রামায়ণ কাব্যের পূর্ব্বভাগ শুনিয়াছ, এক্ষণে অবশিষ্ট ভবিষ্যভাগ শ্রবণ কর। ১৬—২০। যশস্বিন্! এই কাব্যের উত্তরনামক উত্তম যে শেষাংশ আছে, মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি তাহা শ্রবণ কর। বীর রঘুনন্দন! এই কাব্যের অত্যুৎকৃষ্ট শেষভাগ, তোমার ন্যায় পরম-রাজর্ষি ব্যতীত অন্য কাহারও শ্রোতব্য নহে।" ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই বন্ধুগণ এবং দেবগণের সহিত স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যে সকল ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাতেজা মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা রামের ভবিষ্যবিবরণ শুনিবার জন্য পিতামহের অনুমতি লইয়া তথায় রহিলেন। পরম-তেজস্বী রামচন্দ্র দেবদেব পিতামহের ঐ শুভবাক্য শুনিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন,—"ভগবন্। এই ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ সকলেই আপনার কাব্যের উত্তরভাগের বর্ণিত ভবিষ্য বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন, সুতরাং কল্য প্রাতে তাহা গীত হইতে আরম্ভ হউক।" রামচন্দ্র এইরূপ স্থির করত সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার জন্য শোক করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ২১—২৮।

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রাত্র্যান্তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্।
গীয়তামবিশঙ্কাভ্যাং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ ॥ ১
ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু।
ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশীলবৌ ॥ ২
প্রবিষ্টায়াস্তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা।
তস্যাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরমদুর্ম্মনাঃ ॥ ৩
অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ ॥ ৪
বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্ব্বানৃক্ষরাক্ষসবানরান্।
জনৌঘং বিপ্রমুখ্যানাং বিত্তপূর্ব্বং বিসৃজ্য চ ॥ ৫
ততো বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ।
হৃদি কৃত্বা সদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ ॥ ৬
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্য্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থে জানকী কাঞ্চনী ভবৎ ॥ ৭
দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেধচতুঃশতম্।
বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্ ॥ ৮

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন, মহামুনিগণকে তথায় আহ্বান করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে নিঃশঙ্কচিত্তে রামায়ণ গান করিতে বলিলেন। পরে মহাত্মা মহর্ষিগণ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলে, কুশ এবং লব ভবিষ্যবৃত্তান্তসম্বলিত রামায়ণের উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সীতা নিজ চরিত্রের প্রত্যয় দিতে গিয়া পাতালে প্রবেশ করিলে এবং রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সীতাশোকে যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বৈদেহী সীতাকে না দেখিয়া জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত শোকাকুল হইয়া কোথাও শান্তি পাইলেন না; অতএব তিনি প্রচুর ধনদানদ্বারা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞে সমাগত রাজা, ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস, এবং অপরাপর জনগণকে বিদায় দিয়া সীতাকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। ১—৬। সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলেও রামচন্দ্র আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন না। সীতার কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি লইয়া যজ্ঞকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ রামচন্দ্র, সীতার পাতালে প্রবেশের পর দশহাজার